যায়যায়দিন

তারিখ 13 APR 2007
পৃষ্ঠা 10 কলাম 6

সিলেটের সব স্কুলে অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ

সিরাজুল ইসলাম সিলেট

গ্রাম ও শহরের স্কুলে পাঠদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে এবার সিলেটের সব মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের জন্য প্রথমবারের মতো অভিন্ন বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে তা প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে। শিগগিরই তা স্কুলগুলোতে পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট একটি দায়িত্বশীল সূত্র। সূত্র জানায়, বিদ্যালয়গুলোতে একই সিলেবাস মেনে চলা হলেও পাঠদানের ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতার

সিলেটের সব স্কুলে অভিন্ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কারণে শহর ও গ্রামের স্কুলগুলোর মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। এ বৈষম্য দূর করতে সম্প্রতি জেলা প্রশাসনের পরামর্শে জেলা শিক্ষা অফিস স্কুলগুলোর জন্য বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। জেলা শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে এ জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কমিটির প্রস্তাবিত রূপরেখা চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে।

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি সাবজেক্টের নির্দিষ্ট বিষয় শেষ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে সব স্কুলে একই রুটিন ফলো করতে না পারলেও তাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত বিষয়ের পাঠ পরিকল্পনা শেষ করতে হবে।

সূত্র মতে, পাঠ পরিকল্পনার কপি প্রতিটি স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীর কাছে সরবরাহ করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের হাতে তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সিলেটের জেলা শিক্ষা অফিসার কাজী মনোয়ার হোসেন যায়যায়দিনকে জানান, এ সিসটেম চালু হলে পাঠদানের অগ্রগতি ও শিক্ষার মান বাড়বে, পাঠদানের ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য অনেক কমে আসবে। তিনি বলেন, আমরা জেলা পর্যায়ে প্রথম এ পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছি। সারা দেশে এ সিসটেম চালু করার ব্যাপারে তারা সংশ্লিষ্ট দফতরে সুপারিশ করবেন বলেও তিনি জানান।

এদিকে গত ৫ এপ্রিল সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে সিলেটের জেলা প্রশাসক জামাল হোসেন মজুমদার জানান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদন বহির্ভূত পাঠ্যপুস্তক দিয়ে যাতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করা না হয় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।